দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 22 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

সুশিক্ষা নিশ্চিত করবে কে?

ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন ক্যাম্পাসে 'চোখে আঙুল দাদা' নামক একটি মঞ্চ নাটক দেখেছিলাম। বাস্তবধর্মী ওই নাটকের কাহিনী ছিল মোটামুটি এ রকম : সমাজপতিরা সমাজের নানা অসঙ্গতি ও সমস্যা দেখেও না দেখার ভান করেন। এ অবস্থা যখন চলতেই থাকে এবং ওইসব অসঙ্গতি ও সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে সমাজপতিরা যখন কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেন না, তখন ভুক্তভোগীরা শেষ পর্যন্ত সমাজপতিদের চোখে সরাসরি আঙুল দিয়ে ওইসব অসঙ্গতি ও সমস্যা দেখিয়ে দিতে বাধ্য হন। এ নাটক দেখার আগে কলেজে পড়ার সময় একবার এক চিত্রশিল্পীর চিত্রপ্রদর্শনী দেখেছিলাম। ওখানে একটি চিত্রে দেখানো হয়েছিল : মশা তাড়ানোর জ্বলন্ত কয়েলের ওপর জীবন্ত একটি মশা স্থির হয়ে বসে আছে।

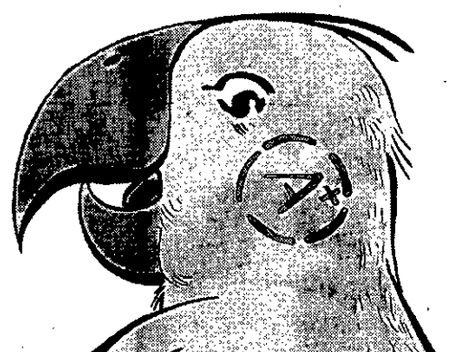

ওই চিত্রের ক্যাপশনে লেখা রয়েছে 'প্রশাসন'। 'চোখে আঙুল দাদা' নামক নাটকটির মাধ্যমে সমাজের নানা অসঙ্গতি ও সমস্যা এবং 'প্রশাসন' নামক ওই চিত্রের মাধ্যমে দেশের প্রশাসনের বাস্তব অবস্থা সেসময় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছিল। ঠিক একইভাবে সম্প্রতি *মাছরাঙা* টেলিভিশনে জিপিএ-৫ নিয়ে সম্প্রচারিত একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার ধরন, শিক্ষার প্রকৃত হাল, শিক্ষার মান এবং শিক্ষার দৈন্যদশার বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে। প্রতিবেদনটিতে দেখানো হয়, এবারের এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকার একাধিক স্কুল থেকে জিপিএ-৫ পাওয়া কয়েকজন শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল জিপিএ-৫ কি, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির নাম কি, স্বাধীনতা দিবস কবে, বিজয় দিবস কবে, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ও জাতীয় স্মৃতিসৌধ কোথায় অবস্থিত ইত্যাদি। তবে এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি জিপিএ-৫ পাওয়া অনেক 'মেধাবী' শিক্ষার্থী। যদিও এসব প্রশ্ন শিক্ষার মানদণ্ড নিরূপণের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ মাপকাঠি নয়, তথাপিও দেশের সাধারণ নাগরিক হিসেবে এসব সাধারণ বিষয় কি জানা উচিত নয়? এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারা জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের মতো দেশের জিপিএ-৫ পাওয়া সব শিক্ষার্থীরই এমন অবস্থা তা কিন্তু নয়। কারণ দেশে নতুন প্রজন্মের মধ্যে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থী আছেন, যারা অনেকেই অনেক বিষয়ে অনেক বেশি জানেন, বোঝেন এবং জ্ঞান কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, দেশের শি হালের জন্য দায়ী কি শুধুমাত্র প্রশ্নে দিতে না পারা জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী? নাকি আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, বিদ্যাপীঠ, পরিবা পরিবেশও এর পেছনে দায়ী? অনেক আগে থেকেই শিক্ষা প্রশ্নবিদ্ধ ছিল এবং জিপিএ-৫ শিক্ষার্থীরা সত্যিকার অর্থেই মেধ না তা প্রশ্ন আকারে দেখা বারবার। *মাছরাঙা* টেলিভিশনের এ প্রতিবেদনটি যেন সেই প্র আবারও সামনে নিয়ে এসেছে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভা মান-সম্মান বিবেচনাপূর্বক সাংবাদিকতা নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষার্থীর চেহারা বা মুখমণ্ডল প্রকাশ না করে অন্যভাবে প্রকা যেত)।

লক্ষ্য করলে মনে হবে, দেশে প্রা জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা যেন পা বাড়ছে। কিন্তু সেই সঙ্গে শিক্ষার মান বাড়ছে কি? এ দেশের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের ওপর কখনও এই কখনও ওই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেন শিক্ষার্থীরা ল্যাবরেটরির গিনি মতো। এর পাশাপাশি শি শিক্ষার্থীদেরকে ক্লাস নেয়ার কতটুকু যোগ্য, দক্ষ, অভিজ্ঞ ও আন্তরিক এবং শিক্ষার্থীদের পরীক্ষ (বিশেষ করে বোর্ড পরীক্ষার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কতটুকু স্বাধীন আদৌ স্বাধীন কি-না- সে বিষয় ভালভাবে খতিয়ে দেখতে শিক্ষকদের ওপর মহল থেকে মর্মে নির্দেশনা দেয়া থাকে যে, 'খাতায় লিখুক আর নাই লিখুক, 'ক'-এর জায়গায় 'ব' লিখুক তা দিয়ে পাস করিয়ে দিতে হবে' বেচারা শিক্ষক পেটের দায়ে ও

সারতাজ

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সোমবার বলেছেন, 'সেনা আস্তানা গুঁড়িয়ে দেয়ার সন্ত্রাসীদের 'নিরাপদ আস্ত সামা টিভিকে দেয়া এক কারণে এই শরণার্থী শিবি হয়েছে। আর তাই আ

সোমবারের বৈঠকটি এ সীমান্ত ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া আজিজ দাবি করেন, র‍্যা ৫০ লাখ শরণার্থী মাদক, এখানে আসে। আজিজ তারপর মুজাহিদীনরা (আফগানিস্তান থেকে) এরপরই আত্মঘাতী হাজারেরও বেশি পাকিস্তা বর্তমান সরকার ক্ষমতায় মানে পাকিস্তান কারও যুদ্ধে বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তে প্রতিনিয়তই আধিপত্য ব পরমাণু বোমা ও প্রচলিত